যুগান্তর

MAR. 02 2003

বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ : পরীক্ষা বাতিলের দাবি

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি : বিসিএস পরীক্ষা বাতিল হবে না : পিএসসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ। পরীক্ষার্থীরা অবিলম্বে পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। 'মেধাভিত্তিক এই সর্বোচ্চ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায়

দাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

দাবি : পরীক্ষা বাতিলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকদের মধ্যেও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে অস্বীকার করে পরীক্ষা বাতিলের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে।

গত শুক্রবার ২৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৪৬ ঘণ্টা আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বুধবার বিকাল ৫টায় সাভার ও গাজীপুরে বিসিএস পরীক্ষার্থীদের কাছে হাতে লিখিত প্রশ্নপত্র উত্তরসহ পৌঁছে যায়। অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, একইদিন চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী ও কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্রের কাছে প্রশ্নপত্র দেখা গেছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষার্থীদের মাঝে আগেই প্রশ্নপত্র পৌঁছলেও ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রকাশ হয়ে যায়। এরপর পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র হাতে হাতে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে এলে ফাঁসের ঘটনা মুখে মুখে রটে যায়।

পরীক্ষা গ্রহণের ৪৬ ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও পিএসসি কর্তৃপক্ষ তা অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এটাকে তেমন গুরুত্বই দেয়নি। পরীক্ষা গ্রহণের বহু আগে রমনা থানায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা জানানো হলেও থানা পিএসসিকে জানায়নি। আর সংবাদপত্রে থানা অবগত থাকার কথা প্রকাশ হওয়ার পরও গতকাল বিকাল পৌনে ৩টা পর্যন্ত রমনা থানা ও পিএসসির মধ্যে এ ব্যাপারে কোন যোগাযোগ হয়নি বলে কমিশন সাংবাদিকদের জানিয়েছে।

গতকাল দুপুরে পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক জেডএন তাহমিদার সভাপতিত্বে কমিশনের দীর্ঘ জরুরি সভা চললেও তারা শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন। বৈঠকের পর কমিশন সাংবাদিকদের জানায়, তারা তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাদের প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন গাফিলতি নেই। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সমন্বয় এবং মুদ্রণ সব ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো কোন ত্রুটি বা ফাঁক কমিশন পায়নি। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটতেই পারে না। আর যেহেতু প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটতে পারে না, তাই পরীক্ষা বাতিল বা তদন্ত কমিটি গঠনের কোন প্রশ্ন আসে না। কমিশন সাংবাদিকদের উল্টো প্রশ্ন করে বলে, যদি অনেক আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসই হয়ে থাকবে তবে তা দেরিতে প্রকাশ পেল কেন? কমিশনের কয়েকজন সদস্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, কোচিং সেন্টারগুলোর মডেল টেস্ট এরূপ মিলে যেতে পারে। তারা হুবহু মিলে যাওয়াকেও আশ্চর্যের বিষয় নয় বলে দাবি করেন। তবে কমিশন রমনা থানা অবহিত হওয়ার পরও তাদের না জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, অভিযোগের কথা তাদের সঙ্গে সঙ্গে জানালে তা খতিয়ে দেখা যেত।

বিবিসি জানায়, পিএসসির চেয়ারম্যান জেড এন তাহমিদা বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ সত্য নয়, যুক্তিযুক্ত নয়। শুনি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।' এ পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে পরীক্ষা বাতিলের কোন সম্ভাবনা নেই বলে তিনি জানান।

এদিকে পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ তদন্তের আগেই তা নাকচ করে দেয়ায় ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। একজন পরীক্ষার্থী আবদুল জলিল মাসুদ বিবিসিকে বলেন, উনি (পিএসসি চেয়ারম্যান) তো বলতে পারতেন যে অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হবে এবং তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু তা করা হল না। তিনি বলেন, এ অবস্থায় আমরা যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী তারা কোথায় যাব? আমাদের আত্মীয় মন্ত্রী-এমপি নেই, অন্য কিছুও নেই। আমাদের শেষ ভরসা ছিল পিএসসি। সেখানেও যদি এমন হয় তবে আমরা চাকরিবাকরি কোথায় পাব? জলিল মাসুদ বলেন, দুর্নীতির শীর্ষে বাংলাদেশ। এখানে কি না সম্ভব? কিন্তু তদন্তের উদ্যোগ নেয়া হল না। এভাবে যদি আমরা প্রতারিত হতে থাকি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? এদিকে ফাঁস হয়ে যাওয়া হাতে লেখা একটি প্রশ্নপত্র নিয়ে একজন পরীক্ষার্থী রমনা থানায় মামলা করতে গেলে মামলা নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।